যায়যায়দিন

তারিখ ... 05 NOV 2007 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জটের ছায়া নেই যেখানে

গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস বাকৃবি

হরতাল, অবরোধ কিংবা ধর্মঘট– যাই হোক না কেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, পরীক্ষা পুনর্নির্ধারিত সময়েই হবে। ফাইনাল পরীক্ষার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে। ফাইনাল পরীক্ষার পর ৪০ দিনের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিপিট পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার কোনো উপায় নেই। কারণ ক্লাস অ্যাটেনডেন্সের ওপর ১০০ ভাগ উপস্থিতির জন্য ১০ নাম্বার বরাদ্দ করা হয়েছে। ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স ৬০ ভাগের কম হলে শিক্ষার্থী ১০ নাম্বারের মধ্যে শূন্য পাবে। তাই ক্লাসে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। ছয় মাসের সেমিস্টার পরীক্ষা ছয় মাসেই শেষ হবে আর চার বছরের অনার্স কোর্স চার বছরেই।

এ নীতিতেই এগোচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় থেকে তিন বছর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর এবং দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় দুই বছরের সেশন জট লেগেই আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে এ সেশন জটের পরিমাণ মাত্র দেড় থেকে তিন মাস। তা-ও সেমিস্টার হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সেনা সদস্য কর্তৃক ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জরুরি অবস্থার কারণে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ১৮ দিন। এছাড়া বিভিন্ন টুর ও পরীক্ষার শেডিউল মেলাতে দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি পড়ে। তা না হলে বলা চলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেশন জট মুক্ত। এ বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও পশু পালন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাবর্ষে লেভেল-১ সেমিস্টার-১-এ ভর্তি পরীক্ষা, শিক্ষার্থী ভর্তি করানো এবং নতুন সেশনের ক্লাস শুরুতে দু-এক মাস দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সামান্য সেশন জটে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে ভর্তি পরীক্ষাগুলো নভেম্বর বা ডিসেম্বরে নিয়ে জানুয়ারিতেই নতুন সেশনের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করতে। এতে করে আর সেশন জটের সম্ভাবনা থাকবে না।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কখনোই ক্লাস বা পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়ার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি করেন না; একাডেমিক বিষয়গুলোর সঙ্গে অন্যান্য বিষয় যেমন পলিটিক্স, কর্মসূচি, অবরোধ, ধর্মঘট ইত্যাদি বিষয়ের কোনো যোগসাজশ মেনে চলেন না। তাই ঠিক সময়ে ক্লাস হয়, রুটিন মাফিক পরীক্ষা হয় এবং নির্ধারিত কোর্সের সময়সীমার মধ্যেই অনার্স কোর্স সম্পন্ন হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা সেশন জটের ভয়াবহ ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছে।